“এ বিষয়টি (দীন ইসলাম ) অবশ্যই যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে সেখানেই পৌঁছে যাবে। এ দীনকে প্রবেশ করানো ছাড়া গ্রাম ও শহরের কোন ঘরকে আল্লাহ ছাড়বেন না।

তামীম আদ-দারী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “এ বিষয়টি (দীন ইসলাম ) অবশ্যই যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে সেখানেই পৌঁছে যাবে। এ দীনকে প্রবেশ করানো ছাড়া গ্রাম ও শহরের কোন ঘরকে আল্লাহ ছাড়বেন না। সম্মানীকে সম্মানের সাথে অথবা অসম্মানীকে অসম্মানের সাথে এ
দীনকে প্রতিটি ঘরে পৌঁছাবেন। এমন সম্মান যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানীত
করবেন এবং এমন অসম্মান যার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে অসম্মান করবেন। তামীম আদ-দারী
বলতেন: এটি আমি আমার পরিবারের মধ্যে উপলব্ধি করেছি। তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কল্যাণ, ইজ্জত ও সম্মান লাভ করেছে আর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বে ইজ্জতী, অপমান ও জিযিয়া বা করের আওতায় পড়েছে।” [সহীহ] [এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, এ দীন (ইসলাম) অচিরেই পৃথিবীর প্রতিটি অংশে পরিব্যপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং রাত-দিন হয়, এমন প্রতিটি স্থানেই এ দীন পৌঁছে যাবে। শহর কিংবা গ্রাম, বেদুঈনের ঝুপড়ি কিংবা মরুভুমি এমন কোন স্থান আল্লাহ বাকী রাখবেন না, যেখানে তিনি এ দীনকে প্রবেশ করাবেন না। যে ব্যক্তি এ দীন কবুল করবে এবং এর উপরে ঈমান আনবে, সে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানে সম্মানিত হবে। আর যে তা প্রত্যাখ্যান করবে আর কুফুরী করবে, সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। এরপরে সাহাবী তামীম আদ-দারী রদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন, তা তিনি বিশেষভাবে তার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছেন। তাদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা কল্যাণ, সম্মান ও ইজ্জত পেয়েছিল আর তাদের মধ্য হতে যারা কুফুরী করেছিল, তারা লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়েছিল আর এর সাথে আরো ছিল তাদের মাল হতে কিছুটা মুসলিমদের হাতে সমর্পণ করা (জিযিয়া হিসেবে)।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/11220